কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়, তবে সবার কাছে পৌঁছায় না

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু **৪৬** × বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর ২০২০

ক্যাম্পের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গা কমিউনিটির কাছ থেকে থেকে প্রায় নিয়মিতভাবেই উঠে এসেছে। এবং ডকুমেন্ট বা নথি, শেল্টার ও রান্না সম্পর্কিত উদ্বেগের পরে এটি চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো নানা সময়ে প্রায় নিয়মিতভাবে উঠে এলেও ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি এসেছে।

সূত্র: ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের পর থেকেই বিভিন্ন সংস্থা ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগগুলো নিয়ে মতামত সংগ্রহ করে আসছে। আর সংগৃহিত এই মতামতগুলোই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন সমন্বয় করে থাকে, যা ইতোমধ্যে '*যা জানা জরুরি*'র বেশ কয়েকটি সংখ্যায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব সংখ্যায় একদিকে যেমন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির অগ্রাধিকারগুলো উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি উঠে এসেছে তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলোও। এরই ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের প্রায় তিন বছর পরে তারা সামগ্রিকভাবে নিজেদের কমিউনিটি ও হোস্ট কমিউনিটির সাথে ক্যাম্পে কিভাবে বসবাস করছেন, তা আরও ভালোভাবে বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এ যাবত প্রাপ্ত সকল তথ্যকে পুনরায় বিশ্লেষণ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগগুলো চিহ্নিত করা ও সেগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গত ১১ ও ১২ অক্টোবর টেলিফোনে নয় জনের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেছে। এদের ৫ জন রোহিঙ্গা পুরুষ ও ৪ জন রোহিঙ্গা নারী এবং তারা ক্যাম্প ২০ ও ক্যাম্প ২৫ এর বাসিন্দা।

কোভিড-১৯ মহামারী শুরুর পর থেকে গত কয়েক মাসে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে মানুষের উদ্বেগ স্বভাবতই বেড়েছে। তবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমন কিছু বিষয়ও আছে, যেগুলো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কক্সবাজারে তাদের আগমনের পর থেকেই মতামত প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে জানিয়ে আসছেন।

উদাহরণস্বরূপ, শুধু কোভিড-১৯ এর কারণেই রোহিঙ্গা মানুষেরা তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত নন। বরং এদের অনেকেই সাম্প্রতিক মাসগুলোতে (জুন-সেপ্টেম্বর ২০২০) তারা যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন সেটি নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন এবং উন্নত চিকিৎসা খুঁজে বের করা ও উন্নত চিকিৎসা পাওয়া নিয়ে নানা ধরনের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর এই উদ্বেগগুলোর বেশিরভাগই এসেছে ক্যাম্প ২৫, ২০ এবং ২৭ থেকে (বেশি থেকে তুলনামলক কম উদ্বিগ্ন এই ক্রমানুসারে)।

নির্ধারিত ওষুধ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা উদ্বিগ্ন

ক্যাম্পের বাইরের স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রগুলোতে যাওয়া নিয়ে তারা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন সেগুলোর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অংশগ্রহণকারীরা ক্যাম্পের হাসপাতালগুলোতে প্রেসক্রিপশন করা বা সুপারিশ করা ওষুধের পরিমাণ এবং এসব ওষুধের মান সম্পর্কে তাদের শঙ্কার কথাও জানিয়েছেন।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তারা হাসপাতালে গেলে চিকিৎসা সেবার অংশ হিসেবে ওষুধ পান। কিন্তু তারা মনে করেন তাদের যে পরিমাণ ওষুধ দেওয়া হয় সেটি রোগ পুরোপুরি ভালো হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়াও, কয়েকজন রোহিঙ্গা পুরুষ উল্লেখ করেছেন যে, তারা মনে করেন তাদের নকল ব্র্যান্ডের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই তারা ফার্মেসি থেকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত ওষুধ কিনে থাকেন।

রোহিঙ্গা জনগণের উত্থাপিত স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উদ্বেগ

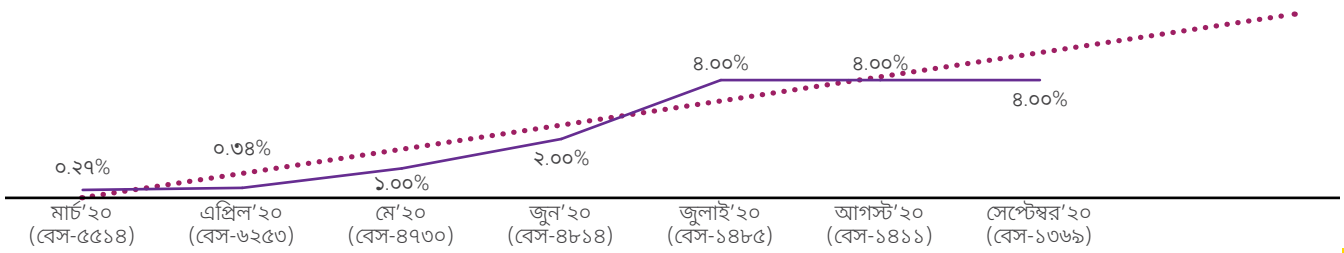

রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে থাকা স্থানীয় "হাতুড়ে ডাক্তারদের" ক্যাম্পের চিকিৎসকদের চেয়ে বেশি কার্যকর বলে মনে করা হয়

রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে আয়ুষ্কু'র (রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষরা স্থানীয় এই শব্দটি 'হাতুড়ে ডাক্তার' বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ওষুধ ও চিকিৎসা সরবরাহকারীদের বোঝাতে ব্যবহার করেন) কাছ থেকে চিকিৎসা নিলে তারা আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন । অনেক ক্যাম্পেই এই প্রচলিত আয়ুষ্কুদের ক্লিনিক রয়েছে। কিছু রোহিঙ্গা নারী বিশ্বাস করেন, আয়ুষ্কুদের কাছে গিয়ে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন কারণ আয়ুষ্কুরা চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাদের ইনজেকশন দিয়েছেন, যে ওষুধগুলো মূলত মিয়ানমার থেকে আনা হয়েছে। আয়ুষ্কুদের কাছে প্রতিবার দেখানোর জন্য ভিজিট হিসেবে ১০০ থেকে ২৫০ টাকার মতো খরচ হয়।

> "রোহিঙ্গা হাতুড়ে ডাক্তারদের (আয়ুষ্কু) দেওয়া ওষুধ, ক্যাম্পের হাসপাতালগুলোর চেয়েও ভালো। আমাদের প্রতিবেশীরাও সেখানে যায়।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৮, ক্যাম্প ২৫

রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষেরা জানান, তারা যখন ক্যাম্পের এনজিও পরিচালিত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে যান তখন প্রচুর মানুষের ভিড়ের কারণে ডাক্তার দেখাতে অনেক বেশি সময় লাগে। তাদের কাছে এই বিষয়টি খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং নবজাতক শিশুর মায়েদের জন্য এই অপেক্ষার বিষয়টি খুবই কঠিন।

ক্যাম্পগুলোতে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অভাব

রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে এমন একটি ধারণা আছে যে ক্যাম্পের বাইরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। এই বিশ্বাসটি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বা প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে শুনে শুনে তৈরি হয়েছে। ভালো মানের চেক-আপ ও স্বাস্থ্যসেবা, জটিল রোগের চিকিৎসা এবং উন্নতমানের ওষুধ পাওয়ার মতো বিষয়গুলোও এই ধারণার অন্তর্ভূক্ত। অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তারা ডায়াগনস্টিক টেস্ট (বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা) করাতে এবং গুরুতর রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে কক্সবাজার বা চট্টগ্রামের হাসপাতালগুলোতে যেতে চান।

> "একবার আমার এক প্রতিবেশী চিকিৎসার জন্য কক্সবাজারে গিয়েছিল। উনি ফিরে এসে আমাদের বলেছিলেন যে ক্যাম্পের হাসপাতালগুলোর চেয়ে কক্সবাজারে চিকিৎসা সেবা ভালো। সুতরাং, আমি মনে করি আমার পরিবারের কোনো সদস্য যদি গুরুতর শারীরিক জটিলতায় পড়েন তবে আমিও সেখানে যাব।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৫, ক্যাম্প ২০

> "চেক-আপ করাতে আমি ক্যাম্পের বাইরের ডাক্তারদের কাছে যেতে চাই। দেহের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার জন্য সেখানে মানুষ কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৭, ক্যাম্প ২০

> "মানুষকে বাইরে নিয়ে গেলে তারা ভালো চিকিৎসা পায় এবং সুস্থ হয়ে উঠে। কিডনিজনিত সমস্যার কারণে আমার বন্ধুর মাকে কক্সবাজারের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২২, ক্যাম্প ২০

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে পেট ব্যথা, শরীর ব্যথা, ডায়রিয়া, জ্বর, সর্দি, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, রক্তচাপ, প্রসূতি স্বাস্থ্য সমস্যা, নবজাতক এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং চর্মরোগের মতো সাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসা ক্যাম্পের ভেতর ভালো ভাবেই পাওয়া যায়। তবে কিডনি, যকৃত, পিত্তথলি এবং ডায়াবেটিস সম্পর্কিত গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসা কেবলমাত্র ক্যাম্পের নির্দিষ্ট কিছু বিশেষায়িত হাসপাতালে গেলেই পাওয়া যায়। এ কারণে তাদেরকে প্রায়ই চিকিৎসার প্রয়োজনে নিজেদের ক্যাম্প ছেড়ে অন্য ক্যাম্পের হাসপাতালগুলোতে ভিড় করতে হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে এবং যখন গুরুতর অসুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা ক্যাম্পে পুরোপুরি পাওয়া যায় না, তখন বিকল্প হিসেবে রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষেরা কক্সবাজার বা চট্টগ্রাম ভিত্তিক হাসপাতালে যাওয়াকেই সুবিধাজনক মনে করেন।

কোনো রোগীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাদের প্রায়শই ক্যাম্পের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তাররা কক্সবাজারের হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে তাদের ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) অফিস থেকেও অনুমতি নিতে হয়। তবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্যাম্পের হাসপাতাল থেকে রেফার করা হচ্ছে এবং সিআইসি'র অনুমতি না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই সুবিধা পান না। একই সাথে, এমন কিছু ঘটনাও রয়েছে যেখানে সিআইসি গুরুতর অসুস্থ রোহিঙ্গা মানুষদের কোনো রেফারেল বা ক্যাম্প ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ক্যাম্পের বাইরের হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অংশগ্রহনকারীরা আরও বলেছেন, কিছু মানুষ চেক পোস্টের অফিসারদের ঘুষ দেয়ার মাধ্যমে কোনো রেফারেল ছাড়াই ক্যাম্পের বাইরের হাসপাতালে যেতে সক্ষম হয়েছে।

> "মানুষের খারাপ কোনো রোগ হলে তারা ক্যাম্পের বাইরের হাসপাতালেই যায়। আমার হয়নি নেই, তাই আমি যাইনি।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৮, ক্যাম্প ২৫

> "হাসপাতাল থেকে রেফারেন্স না পাওয়ার পরেও কিছু লোক চেক পোস্টের অফিসারকে ঘুষ দিয়ে বাইরের হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলে। আবার কখনো কখনো যদি সিআইসি দেখেন যে রোগীর অসুস্থতা গুরুতর, তখন সেই ব্যক্তিকে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২২, ক্যাম্প ২০

অতি দরিদ্র এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা / সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষেরা প্রায়শই সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সমর্থ হন না

কিছু অংশগ্রহণকারী আরও উল্লেখ করেন যে, কেবল পয়সাওয়ালা মানুষেরাই ক্যাম্পের বাইরের এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর খরচ মেটাতে পারেন। একজন অংশগ্রহণকারীর মতে, কিছু রোহিঙ্গা বিদেশে অবস্থানরত তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে টাকা-পয়সা পান এবং এ ধরনের মানুষেরা প্রায়ই ক্যাম্পের বাইরে যেয়ে চিকিৎসা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আর যারা গুরুতর অসুস্থতায় উন্নত চিকিৎসা করাতে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা পান না, তারা ঋণ নিয়ে বা সোনার গহনা বিক্রি করে টাকা যোগার করার চেষ্টা করেন।

> "চিকিৎসার জন্য আমরা ক্যাম্পের বাইরে যেতে চাই, কিন্তু আমরা কি চাইলেই সেটা করতে পারি? এটা কি সম্ভব? এর খরচ মেটাবার সামর্থ্যও আমাদের নেই, সেই সাথে বাইরে যাওয়ার অনুমতিও নেই। আমরা তাই আমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে পারি না।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৮, ক্যাম্প ২৫

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়, তবে সবার কাছে পৌঁছায় না

সূত্র: জনগোষ্ঠীর বর্তমান মনোভাব এবং ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য, বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে তাদের কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন তা জানতে ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স ফোনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে ১০জন নারী ও ১০ জন পুরুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকারগুলি ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এবং অক্টোবরের প্রথম দিকে নেওয়া হয়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিশেষ কিছু তথ্য এমন ফরম্যাটে চায় যাতে তারা তা বুঝতে পারে (টিডব্লিউবি)

বাংলাদেশে মহামারীর দেখা দেওয়ার শুরু থেকেই, ক্যাম্পের অধিবাসীরা নিয়মিত কর্তৃপক্ষ ও এনজিওগুলোর কাছ থেকে কোভিড-১৯ বিষয়ক তথ্য পেয়ে আসছেন। এ কারণে, ক্যাম্পে বসবাসরত অধিকাংশ লোক কোভিড-১৯ এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন। তবে, ক্যাম্পে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়ার পাঁচ মাস পরে, সমাজের কিছু মানুষ এখনো সরকারি পরামর্শ মেনে চলেন না। অন্যদের বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়ার চাহিদা রয়েছে, যা তারা এখনো জানতে পারছেন না। তথ্য প্রাপ্তি নিয়ে ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা এবং ক্যাম্পের অধিবাসীদের কি কি তথ্য জানার চাহিদা রয়েছে তা জানতে, টিডব্লিউবি ১১টি ক্যাম্প থেকে ২০ জন রোহিঙ্গা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

সবাই বার্তা পাচ্ছেন না

সাক্ষাৎকার নেওয়া রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্য কোভিড-১৯ এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ক্যাম্পের অধিকাংশ পরিবার সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা, মুখে মাস্ক পরা এবং নিয়মিত হাত ধোয়ার বিষয়ে পরামর্শ পেয়েছেন। তবে, সাক্ষাৎকারদানকারীরা অন্যান্য কৌশলের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন, ছয় জন সাক্ষাৎকারদানকারী নিয়মিত গোসল করা এবং ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার গুরুত্বের কথা বলেছেন, এ দুটিই খুব উপকারী অভ্যাস। পাঁচজন সাক্ষাৎকারী মনে করেন নামাজ ও আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

> "একমাত্রা সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের এই মহামারীর রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, মধ্য-ত্রিশ, ক্যাম্প ৯

> "আমাদের কিছু করার নাই, এটি [করোনাভাইরাস] আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একমাত্র আল্লাহই এটি ফিরিয়ে নিতে পারেন, কোনও মানুষ একে দূর করতে পারবে না। আল্লাহর শুকরিয়া, বাংলাদেশে এ রোগের অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। আমরা টেলিভিশন বা ফেসবুক থেকে শুনছিলাম যে এই রোগটি দিন দিন বাড়ছে, তবে এখন এটি স্থিতিশীল বলে মনে হচ্ছে।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩০-৩২, ক্যাম্প ৭

সাক্ষাৎকারদানকারীদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ভাইরাসে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে গিয়েছে। বাকিদের ভুল বিশ্বাস রয়েছে যে কাম্পে কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয় নি। দুজন সাক্ষাৎকারদানকারী ভুল পরামর্শ দেন যে গরম পানি পান করলে কোভিড-১৯ থেকে বেঁচে থাকা যায় ও রোগটি সেরে যায়। একজন সাক্ষাৎকারদানকারী এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দেখে হতাশ হন। তারা উল্লেখ করেন অনেক মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের রক্ষার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং যারা ভাইরাস সম্পর্কে সরকারি পরামর্শ মেনে চলছেন না তাদের অবস্থা শোচনীয়।

> "এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আমরা সবসময় বাড়িতে গরম পানি পান করি।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৪০-৪৩, ক্যাম্প ৭

> "আমি ব্যক্তিগতভাবে করোনভাইরাস নিয়ে চিন্তিত নই (...) ক্যাম্পে এখনও আমাদের কেউ এতে আক্রান্ত হয় নি।"
>
> – রোহিঙ্গা ব্যক্তি, ৪৫-৪৯, ক্যাম্প ১৩

> "আমি মনে করি আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা করোনভাইরাস নিয়ে চিন্তিত নয়। এখানে কিছু লোক (তাদের আচরণ) পরিবর্তন করেছে, এবং কিছু লোক করেনি। এমনকি তারা বিশ্বাস করে না যে করোনভাইরাস তাদের জন্য ক্ষতিকারক এবং তারা মনে করে যে সবকিছুই একটি গুজব। এছাড়া কিছু লোক ভাইরাসের কারণে (বাড়ি থেকে) বাইরে যায় না এবং তারা খুব ভীত। তারা এই ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য দোআ করছেন এবং একই সাথে অন্যদের সাথে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলছেন। তারা এসবই করছে।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, বয়স ২৬-২৯, ক্যাম্প ৫

কমিউনিটির লোকদের নির্দিষ্ট তথ্য দরকার

সাক্ষাৎকার দানকারীরা কোভিড-১৯ বিষয়ক তথ্যের সবচেয়ে সাধারণ এবং নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে এনজিওগুলোর কথা উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকারীরা বলেন যে তারা যে তথ্যগুলো পাচ্ছেন সেগুলো মূলত হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং মুখে মাস্ক পরা বিষয়ক। তবে যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের সকলেই বলেছেন যে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ কিছু বিষয়ে তাদের আরও তথ্য দরকার। অধিকাংশ বলেছেন যে তাদের চিকিৎসা, সুস্থ হওয়া এবং সম্ভাব্য টিকা সম্পর্কে তথ্য দরকার। কিভাবে ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকা যায় সে সম্পর্কে তথ্য চেয়েছেন কেউ কেউ। অন্যরা কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য জানতে চেয়েছেন।

> "আমি মূলত এনজিওর মানুষদের বিশ্বাস করি কারণ তারা আমাদের ভালোর জন্য কাজ করে। তারা কখনো কোনো ধরনের জাল খবর বা গুজব ছড়ায় না।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৫০-৫৩, ক্যাম্প ১৫

> "আমি করোনাভাইরাসের চিকিৎসা এবং কিভাবে এ রোগ থেকে সুস্থ হওয়া যায় সে সম্পর্কে আরও জানতে চাই। যেমন, আমার পরিবারের কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে, তাদের সুস্থ করার জন্য কি ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে?"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৬০-৬৩, ক্যাম্প ২৪

> "আমি করোনাভাইরাসের টিকা সম্পর্কে জানতে চাই— কখন এটি আবিষ্কার হবে এবং আমরা কখন এটি নিতে পারবো?"
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৪০-৪৩, ক্যাম্প ৭

মানুষ চায় যে তথ্য রোহিঙ্গা ভাষায় অথবা চিত্রের মাধ্যমে দেয়া হোক

যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের সকলেই রোহিঙ্গা ভাষায় এবং অডিও হিসেবে তথ্য পেতে চান (লাউডস্পিকার / মাইকিং,, মুখোমুখি অথবা অডিওভিজ্যুয়াল)। রোহিঙ্গা মূলত একটি মৌখিক ভাষা, তাদের এই অগ্রাধিকারটি আগের মাঠ গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছু সাক্ষাৎকার দানকারী কার্টুনের ছবিযুক্ত পোস্টার অথবা ছবিযুক্ত বার্মিজ ভাষার পোস্টারের মাধ্যমে তথ্য পেতে পছন্দ করেন। ক্যাম্পগুলিতে সাধারণত লাউডস্পিকার বা মাইকিংয়ের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করা হলেও, ছবিযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য প্রচার করা ততটা প্রচলিত নয়। ছবির মাধ্যমে তথ্য প্রচারে ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকায়, এই মাধ্যমে তথ্য প্রচার সাড়াদানকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আরও মনোযোগের দাবি রাখে।(ছবির মাধ্যমে যোগাযোগ বিষয়ে টিডব্লিউবি'র গবেষণাগুলো দেখতে নিচের লিংকটি দেখুন)। মোটকথা, সাক্ষাৎকার দানকারীরা এমন একটি ভাষায় এবং মাধ্যমে তথ্য প্রচার করার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন যা তারা বুঝতে পারেন।

টিডব্লিউবি ব্লগ:

সাংকেতিক ভাষা: রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পথ খুঁজে পেতে সহায়তায়

https://translatorswithoutborders.org/blog/signage-language-rohingya/

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।